গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
www.molwa.gov.bd

বিষয়ঃ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	আ, ক, ম মোজাম্মেল হক, এমপি মাননীয় মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	:	২৮-০১-২০২১, দুপুর ০২-০০ টা
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ সকলকে স্বাগত জানান। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শহিদ হয়েছিলেন, দেশের জন্য যারা আত্মত্যাগ করেছেন তাদের সকলের প্রতি তিনি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিগত সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের নিমিত্ত কোন সংযোজন বা বিয়োজন থাকলে সে বিষয়ে সকলের পরামর্শ প্রদানের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। এ পর্যায়ে তিনি বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান এবং ৪৯টি কর্মসূচির বিষয়ে আলোকপাত করেন।

২.০. এ পর্যায়ে অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয় ভার্চুয়াল মাধ্যমে সুর্বণজয়ন্তীর যে বাজেট নীতিগতভাবে অনুমোদন হয়েছে তা শেয়ার করার অনুরোধ জানান।

২.১. ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশগ্রহণকৃত সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ থেকে লেঃ কর্ণেল তাওহীদ জানান, পিএসও মহোদয় গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি অনুষ্ঠানে থাকায় সভায় যোগদান করতে পারেননি বিধায় তিনি আন্তরিকভাবে মাননীয় মন্ত্রী'র নিকট দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এ পর্যায়ে তিনি জানান, পিএসও মহোদয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সাক্ষাতের সময় বেশ কিছু প্রোগ্রাম দিয়েছিলেন যা সুবর্ণজয়ন্তীর প্রোগ্রামের সাথে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেন।

২.২. ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি জানান যে, প্রোগ্রাম সাজানোর সময় তাদের কিছু উপকমিটি ছিলো। কমিটির সদস্য হিসেবে বিশিষ্ট জনেরা বিশেষ করে মাননীয় মন্ত্রী এবং সমাজের অনেক বিশিষ্ট জন এই কমিটির সদস্য ছিলেন। তারা বসে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলিকে পর্যালোচনা করে ২৯৮টি প্রোগ্রামকে মুল প্রোগ্রাম হিসেবে রেখেছিলেন। তিনি জানান যে, এর ভিতরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগেরও বেশ কিছু প্রোগ্রাম ছিল যেটা তারাই বাস্তবায়ন করছেন আর কিছু প্রোগ্রাম ছিল যেটা সরাসরি কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তিনি জানান এখানে যে প্রস্তাবনাগুলি আছে সেগুলোকে একটা প্রোগ্রামের ক্যালেন্ডারের মতো করে (যেমন কখন কোনটা হবে, কোথায়, কিভাবে হবে) ডিটেল ওয়ার্কআউট করতে হবে। তাহলে বোঝা যাবে কোন দায়িত্বটা কাকে দেয়া যেতে পারে। তিনি জানান এখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর এবং তৃণমূল পর্যায়েরও অনেকেই সংশ্লিষ্ট থাকবে। সে কারণে প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম এর উপর আলাদা আলাদাভাবে ডিটেল ওয়ার্কআউট করলে কাকে কোথায় সম্পৃক্ত করা যাবে সেটা ঠিক করা যাবে। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে যে প্রোগ্রামগুলি হবে সে প্রোগ্রামগুলিতে আমরা চেষ্টা করেছিলাম সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আলাদাভাবে কিছু কমিটি করতে বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির কথা উল্লেখ করেন। তিনি সবার আগে পুরো প্রোগ্রামটাকে কিভাবে সাজাবেন এবং বাস্তবায়ন কারা করবে এটা নির্ধারণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

অপর পৃষ্ঠা-২ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

২.৩. সভাপতি মহোদয় একমাসের মধ্যে সমস্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের প্রোগ্রাম/কর্মসূচি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য আহবান জানান। তিনি জানান কিছু প্রোগ্রাম মন্ত্রণালয় নিজস্বভাবে করবে আর কিছু প্রোগ্রাম থাকবে যা জাতীয়ভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। এইজন্য সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্মসূচি অত্র কমিটির জানা থাকা দরকার যাতে কোন Overlapping না হয় এবং সমন্বয় থাকে। তিনি আরো বলেন যে, আমাদের আইডেন্টিফিকেশন একটাই যে, আমরা সকলে এক এবং অভিন্ন। তাই দেশের জন্য সকল প্রোগ্রাম সকলেই মিলে করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। এ পর্যায়ে তিনি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে ধন্যবাদ জানান তাদের প্রোগ্রাম প্রেরণের জন্য। তিনি অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের কর্মসূচি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান। এ সকল কর্মসূচি একসাথে করে কোনটা জাতীয়ভাবে হতে পারে আর কোন কর্মসূচি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর নিজস্বভাবে বাস্তবায়ন করবে সে বিষয়ে সমন্বয়ের জন্য একটি উপকমিটি করার ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেন।

২.৪. মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী জানান, আগামী একমাসের মধ্যে আমাদের মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি দিয়ে দেয়া হবে। এছাড়া তিনি গত সভার ক্রমিক-৩৫, ৩৭ এবং ৩৮নং কর্মসূচিতে তাদের দায়িত্ব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি সভাকে অবহিত করার জন্য জানান যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতের সাথে যৌথভাবে ১৮টি প্রোগ্রামের প্রস্তাব করছে। এই ১৮টি প্রোগ্রাম বিভিন্ন দেশে হবে। বাংলাদেশ ০৯টি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করবে। বাকি ০৯টির ডিজাইন ভারত করবে। তিনি আরো জানান ১৭ মার্চ হতে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন দেশের ভিভিআইপিদের সাথে ইতোমধ্যেই যোগাযোগ করা হয়েছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, ভুটানের রাজা আসার কথা। এছাড়াও নেপাল, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট আসার কথা উল্লেখ করেন। যেহেতু কোভিড এর কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে জনসমাগম না করার সেকারণে এটা মাথায় রেখেই নতুন করে প্রোগ্রাম সাজানো হচ্ছে। এ পর্যায়ে সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিগত সভার কর্মসূচির ৩৫, ৩৭ এবং ৩৮নং ক্রমিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

২.৫. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ জানান, বিদেশি ভিআইপি কিংবা ভিভিআইপি যদি কেউ আসেন তাহলে জননিরাপত্তা বিভাগকে অগ্রিম জানাতে হবে কারণ এখানে নিরাপত্তার বিষয় আছে। অতিথিগণ কোথায় থাকবেন, তাদের নিরাপত্তা এবং কারা কারা আসবেন তাদের তালিকা আগেই সরবরাহ করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। সিনিয়র সচিব আরো জানান, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী আমাদের অহংকার। সারাদেশব্যাপী ০১ বছর যাবত চলতে থাকবে। তিনি এ বিষয়ে একটা নিরাপত্তা উপকমিটি গঠন করার দরকার মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রাজনীতি) এর তত্ত্বাবধানে একটি উপকমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

২.৬. পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নিকট প্রস্তাবিত স্বাধীনতা সড়ক নির্মাণের অগ্রগতির বিষয় জানতে চান। এছাড়াও ওখানে একটি বর্ডার পোস্ট করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এ বিষয়ে তিনি আপডেট জানানোর অনুরোধ করেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, গত ১৪ জানুয়ারি, ২০২১ মাননীয় এলজিডি মন্ত্রী এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনপ্রশাসন এর নেতৃত্বে ঐ রাস্তাটি পরিদর্শন করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই ঐ রাস্তাটি স্বাধীনতা সড়ক নামে নির্মাণ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এই সড়কটি নির্মাণের কাজ বাস্তবায়ন করবে। তিনি এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জানান, তারা জায়গাটি পরিদর্শন করেছেন

অপর পৃষ্ঠা-৩ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

এবং মাননীয় এলজিডি মন্ত্রী কাজটি কিভাবে করতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি জানান প্রস্তাবিত স্বাধীনতা সড়কের দৈর্ঘ্য হবে সাড়ে চার কিলোমিটার এবং প্রস্থ হবে ১৮ ফুট। তাছাড়া রাস্তার দুই ধারে সোলডার থাকবে প্রায় তিন ফুট করে ছয় ফুট অর্থাৎ ২৪ ফুট রাস্তা হবে। তিনি জানান এই রাস্তাতে ব্যয় হবে প্রায় সাড়ে দশ কোটি টাকা। এখন যত দ্রুত সম্ভব টেন্ডার করে কাজটি শুরু করা যেতে পারে। তিনি স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিবকে বিশেষভাবে তদারকি করার অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জানান অচিরেই এটির নির্মাণ কাজ শুরু হবে। আশা করা যায় মার্চের ২৬ তারিখের মধ্যে রাস্তার কাজ পূর্ণতা পাবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আরো জানান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে একটি টিম গিয়েছিলো চেক পোস্টের বিষয়ে। সেখানে এক একরের মতো জায়গা লাগবে এবং জায়গাটিও নির্ধারণ করে এসেছেন। এই জমিতে যে স্থাপনা হবে তাতে অনেকগুলি বিষয় থাকবে যেমন- ইমিগ্রেশন, চেকপোষ্ট, কাস্টমস ব্যাংক, মানি এক্সচেঞ্জ। তিনি জানান বিল্ডিংটি নির্মাণে অনেক সময় লাগতে পারে। সেক্ষেত্রে অস্থায়ী স্থাপনার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে।

২.৭. এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় তিনটি কমিটির কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ তুলে ধরার জন্য অনুরোধ জানান। লোগো নির্বাচন উপকমিটির সদস্য-সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী মহোদয় জানান, গত ২৪ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে এ বিষয়ে একটি সভা করে কিছু লোগো নির্বাচন করা হয়েছে যা আজকে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তিনি জানান যদি কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় সেটা করে প্রাথমিকভাবে দুইটি অথবা তিনটি লোগো চূড়ান্ত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করার জন্য সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাবর প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

২.৮. মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী, ডাঃ দীপু মনি বলেন, যে কোন লোগোই আমরা সিদ্ধান্ত নেই সেটা বিভিন্ন সাইজে ব্যবহার হলে তখন সেটা দেখতে কেমন হবে এটা বিবেচনায় নিতে হবে। এছাড়াও তিনি জানান যে লোগোই হোক সেটাতে বঙ্গবন্ধুর মুখচ্ছবি কিংবা বঙ্গবন্ধুর তর্জনি থাকতে হবে। সভায় বঙ্গবন্ধুর হাস্যোজ্জল ছবির পাশে বাংলাদেশের পতাকা সংক্রান্ত লোগোটি নির্বাচনের বিষয়ে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী এবং মাননীয় এলজিডি মন্ত্রী একমত পোষণ করেন। মাননীয় তথ্য মন্ত্রী মহোদয়ও এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। সভায় এই লোগোটি ছাড়াও পাশাপাশি আরো দুইটি লোগো নির্বাচন করার প্রস্তাব করা হয়। এ তিনটি লোগো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের নিমিত্তে উপস্থাপনের বিষয়ে সকলে সহমত পোষণ করেন।

২.৯. এ পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব থিমসং নির্বাচন উপকমিটির কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানান। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব, অসীম কুমার দে জানান, থিমসং বিষয়ে কমিটির আহবায়ক, তথ্য মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সাতজন গীতিকারের প্যানেল করা হয়েছে। যাদের কাছে ইতোমধ্যে চিঠি দেয়া হয়েছে এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা হয়েছে। তিনি জানান ২৭ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছিল গান রচনা করে পাঠানোর জন্য। ইতোমধ্যে ০৯টি গান পাওয়া গেছে। ৩১ জানুয়ারি বিকাল-৩.০০ টায় কমিটির আহবায়ক, তথ্য মন্ত্রী মহোদয় একটি সভা আহবান করেছেন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। এ পর্যায়ে মাননীয় তথ্য মন্ত্রী জানান, আগামী ৩১ তারিখের সভায় এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারবেন। খুব সহসা থিমসং নির্বাচন হয়ে যাবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অপর পৃষ্ঠা-৪ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

২.১০. এ পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়েবসাইট উপকমিটির কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করার অনুরোধ জানান। মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী, জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক মহোদয় জানান ইতোমধ্যে ই,ও,আই দেয়া হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ২৮শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে ওয়েবসাইট তৈরী করে হস্তান্তর করা যাবে। তিনি জানান কনটেন্ট কমিটি যে কনটেন্টগুলি যাচাই করে দিবে তা ওয়েবসাইটে দিয়ে দেয়া হবে।

২.১১. কনটেন্ট কমিটির বিষয়ে ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি মহোদয় জানান কিছু কনটেন্ট নির্ধারন করে তাদের কাছে দিলে কমিটির সভা ডেকে ফাইনাল করা হবে। কি কি বিষয় দেয়া হবে সে বিষয়ে সবাই মিলে বসে আরো কিছু সংযোজন করা লাগলে সেটা করে খসড়া তৈরী করে কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে। সচিব মহোদয় কনটেন্ট তৈরী করার জন্য একটা ছোট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেন।

২.১২. মাননীয় এলজিডি মন্ত্রী মহোদয় সভায় পরে যোগদান করায় দুঃখ প্রকাশ করে জানান, গত সভাতে তাদের মন্ত্রণালয়ের জন্য যে বিষয়গুলি নির্ধারন করা হয়েছিলো সেগুলো সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তিনি জানান যে, ব্যক্তিগতভাবে চীফ ইঞ্জিনিয়ারসহ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসনসহ তিনি মেহেরপুর গিয়েছিলেন। পরিদর্শন করে যে সড়ক করার কথা সে সড়ক নিয়ে ইতোমধ্যেই তাঁরা পদক্ষেপ নিয়েছেন, টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। ০২/০২/২০২১ তারিখে এ টেন্ডারটি উন্মুক্ত করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যাতে মার্চ মাসের ২০ তারিখের মধ্যে সড়কের নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে যায়। সভাপতি মহোদয়, মাননীয় এলজিডি মন্ত্রীকে এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২.১৩. এ পর্যায়ে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ থেকে লেঃ কর্ণেল তৌহিদ জানান, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী কর্তৃক তাদের নিকট দুইটা প্রস্তাব করা হয়েছে। অপারেশন জ্যাকপট এবং ফ্রিডম ফাইটার জাতীয় দুইটি সিনেমা তৈরী করার। এ বিষয়ে তিনি জানান স্পেসিফিক কোন যুদ্ধের ইভেন্ট নিয়ে ফিল্ম তৈরী হয়নি। পৃথিবীর অনেক দেশে তরুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য স্পেসিফিক কিছু ইভেন্ট নিয়ে মুভি তৈরি করে থাকে যা দেখে পরবর্তী প্রজন্ম উদ্বুদ্ধ হয় এবং অতীত ইতিহাস জানতে পারে। তিনি জানান সংস্কৃতি কিংবা তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় যদি নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর এই ভূমিকা ও কার্যক্রমগুলি তুলে ধরা যায় তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বেশ উপকার হতে পারে। সভাপতি মহোদয় জানান যে, 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে সিনেমা করার জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যেই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং সেটা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। ইতোমধ্যে স্ক্রীপ্ট ও তৈরী হয়েছে। বিমান এবং স্থল বাহিনীর যুদ্ধের উপর ভালো ছবি করার ব্যাপারে তথ্য মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের পক্ষ হতে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। তিনি প্রত্যেকেরই যার যার অবস্থান থেকে সঠিকভাবে ইতিহাস সংরক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

২.১৫. সভাপতি জানান, স্থানীয় সরকার বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে আহবায়ক করে সমন্বয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যে সমস্ত প্রস্তাবনা থাকবে সেগুলোর মধ্যে কোনটি ঐ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব প্রোগ্রাম হবে এবং কোনটি জাতীয় প্রোগ্রাম হবে সেটা বাছাই করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এলজিডি মন্ত্রী মহোদয়কে আহবায়ক করে একটি সমন্বয় উপকমিটি করার জন্য প্রস্তাব করেন।

অপর পৃষ্ঠা-৫ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। সভাপতি মহোদয় আরও জানান এই কমিটির সদস্য-সচিব থাকবেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে এই উপকমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

৩.০. সভায় বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৩.১. বিগত সভার কার্যবিবরণীর কর্মসূচির ৩৫, ৩৭ এবং ৩৮ ক্রমিকে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়;
বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.২. আগামী ২৬শে মার্চ, ২০২১ তারিখের পূর্বে স্বাধীনতা সড়কের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে;
বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩.৩. "লোগো" নির্বাচন উপকমিটি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত তিনটি লোগো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে;
বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ "লোগো" নির্বাচন উপকমিটি।

৩.৪. মন্ত্রিসভা কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক থিমসং নির্বাচন উপকমিটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নপূর্বক, গানে সুরারোপ ও শিল্পী কর্তৃক রেকর্ডিং করিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের নিমিত্ত ২১/০২/২০২১ তারিখের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে;
বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ "থিমসং" নির্বাচন উপকমিটি।

৩.৫. স্বাধীনতার মাসে শুরু হয়ে মুজিবনগর এলাকায় বেড়ে উঠা গাছগুলি যেন দৃষ্টিনন্দন অবস্থায় থাকে সে বিষয়ে জেলা প্রশাসক, মেহেরপুরকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসক, মেহেরপুর।

৩.৬. স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের লক্ষ্যে 'সমন্বয়' উপকমিটি, "নিরাপত্তা" সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য কনটেন্ট প্রস্তুত সংক্রান্ত একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ নিম্নোক্তভাবে গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

অপর পৃষ্ঠা-৬ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

(১) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে "সমন্বয়" উপকমিটিঃ

১.	মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	-	আহবায়ক
২.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩.	জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪.	সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫.	স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬.	অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৮.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৯.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
১২.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৩.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৪.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৫.	তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৬.	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৭.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৮.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৯.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
২০.	সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধিঃ

(১) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত কর্মসূচি যাচাই-বাছাই করে কোনটি ঐ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব প্রোগ্রামের আওতায় হবে এবং কোনটি জাতীয় প্রোগ্রামের আওতায় হবে তা যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট উপস্থাপন;

(২) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

অপর পৃষ্ঠা-৭ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

(২) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য "কনটেন্ট প্রস্তুত" সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ

১.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	আহবায়ক
২.	যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩.	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪.	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫.	মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৮.	সিস্টেম এনালিষ্ট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধিঃ

(১) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা হতে কনটেন্ট সংগ্রহকরণ;

(২) সংগ্রহকৃত কনটেন্টসমূহ হতে যাচাই-বাছাইপূর্বক কনটেন্ট গঠন/নির্বাচন করে 'কনটেন্ট নির্ধারণ' উপকমিটির নিকট উপস্থাপন;

(৩) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

অপর পৃষ্ঠা-৮ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

(৩) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে "নিরাপত্তা" সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ

১.	অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক), জননিরাপত্তা বিভাগ	-	আহবায়ক
২.	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫.	ডিজিএফআই এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬.	স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭.	এনএসআই এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৮.	র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৯.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০.	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১.	স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১২.	ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি) এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৩.	ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৪.	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৫.	উপসচিব (রাজনৈতিক), জননিরাপত্তা বিভাগ	-	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধিঃ

(১) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর কর্মসূচি বাস্তবায়নে সার্বিক নিরাপত্তা ও পুলিশের কর্মবন্টনের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ, তদারকি ও সমন্বয়।

(২) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

অপর পৃষ্ঠা-৯ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

৪.০. সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত ও ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপকমিটির সদস্যগণকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের আহবান জানানো হয় এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের নিমিত্ত সকল কর্মসূচি যথাযোগ্য মর্যাদায় বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতার আশাবাদ ব্যক্ত করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-০৪/০২/২০২১
(আ. ক. ম মোজাম্মেল হক, এমপি)
মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০১.২৩.০০৭.২০২০- ১০

তারিখ: ২৪ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৬। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১। প্রধান সমন্বয়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি, ৫ম তলা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
১২। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, সেনানিবাস, ঢাকা।
১৩। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। সিনিয়র সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৮। সিনিয়র সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
২০। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অপর পৃষ্ঠা-১০ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্বপৃষ্ঠা পর-

২৩। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০। ড. মিজানুর রহমান, উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩১। মহাপরিচালক, স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স, ঢাকা।
৩২। মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহা-পরিদপ্তর, ঢাকা।
৩৩। মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা(এনএসআই), ঢাকা।
৩৪। মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, উত্তরা, ঢাকা।
৩৫। প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, মগবাজার, ঢাকা।
৩৬। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, ঢাকা।
৩৭। পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা।
৩৮। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা/বিএনসিসি, উত্তরা, ঢাকা।
৩৯। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি), মালিবাগ, ঢাকা।
৪০। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি), মালিবাগ, ঢাকা।
৪১। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি), মালিবাগ, ঢাকা।
৪২। জনাব লিয়াকত আলী লাকী, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪৩। জনাব মফিদুল হক, ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪৪। ড. আব্দুল মান্নান, পিএএ, প্রকল্প পরিচালক, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪৫। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৪৬। পরিচালক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৪৭। জেলা প্রশাসক (সকল)।

০৭/০২/২০২১

(দেবাশীষ নাগ)
উপসচিব(প্রশাসন-১)
টেলিফোন-৯৫৭৮৬৪৮
info.molwa@yahoo.com

২৪ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

তারিখ: ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০১.২৩.০০৭.২০২০-১০

অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর অবগতির জন্য)।
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের অবগতির জন্য)।
০৩। সিস্টেম এনালিষ্ট, আইসিটি সেল, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৫। অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।